বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১৪-০৭-১৪১৬
.....বঙ্গাব্দ
তারিখঃ .....
২৯-১০-২০০৯
.....খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশে বাংলাদেশের মোট ৫৮টি দূতাবাস রয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ ৬টি দূতাবাসের ২০০৬-২০০৭ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব প্রচলিত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান এবং নির্বাহী আদেশাবলীর আলোকে টেস্ট অডিট করে এ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দূতাবাস সমূহের ১১ টি বিষয়ের উপর ১১ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট রিপোর্টে যে সকল আর্থিক অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের লেনদেনের যে অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন। অডিট রিপোর্টে বর্ণিত তথ্য ও অনিয়ম টেস্ট অডিট এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত অর্থাৎ উদ্‌ঘাটিত তথ্য উদাহরণমূলক, সম্পূর্ণ লেনদেন বা অবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র নয়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা
তারিখ ঃ ১৮-১০-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	বদলী জনিত সুবিধা গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন না করায় ক্ষতি	১০,৩৭,২১৬
২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি	৮,৯২,১৬১
৩	নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার ফলে আর্থিক ক্ষতি	৫,৬৩,১০৩
৪	কাউন্সেলর এর জন্য ভাড়াকৃত বাসস্থান থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত একটি বাসা ভাড়া করে খালি বাসার ভাড়া পরিশোধ করায় ক্ষতি	৩,৫৩,৮৩৯
৫	অনিয়মিতভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে দূতাবাসের কর্মচারীদের ওভার টাইম পরিশোধ করায় ক্ষতি	৩,৪৬,৬৬২
৬	অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিকভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	২,৬৫,২৩৮
৭	প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাসার জন্য পত্রিকা ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি	২,৫১,৬৬৪
৮	প্রাপ্যতা বহির্ভূত ট্যাক্সি ভাড়া গ্রহণ করায় ক্ষতি	২,৩০,১৭২
৯	যোগদানকালীন দৈনিকভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাতা ও নগদ ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	২,২৭,১০৪
১০	চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের শর্তানুযায়ী বেতন গ্রহণ না করায় ক্ষতি	২,০০,৯০৩
১১	চিকিৎসা বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করায় ক্ষতি	৯১,৭০৯

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ-বৎসরঃ	ঃ	২০০৬-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ	ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট
নিরীক্ষার সময়ঃ	ঃ	জানুয়ারী/ ২০০৭ - জুলাই/০৭ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেনঃ	ঃ	মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক মোঃ মসিহ্-উল হাসান, পরিচালক মোঃ আলা উদ্দিন, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিকে চুক্তিপত্রের শর্ত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসরণ করত: বেতন পরিশোধ না করা;
- শিক্ষাভাতা পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশ সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- যোগদানকালীন দৈনিকভাতা প্রাপ্যতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসরণ না করা;
- Financial Instructions for the Guidance of Bangladesh Missions Abroad এর নির্দেশাবলী অনুসরণ না করা;
- মেডিক্যাল বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ সংক্রান্ত আদেশ অনুসরণ না করা;
- চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থ পুণর্ভরনের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- ভাড়াকৃত বাড়ি ছেড়ে দেয়ার সময় নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়/সমন্বয় না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম হিসাবে শিক্ষাভাতা গ্রহণ করা;
- চুক্তিপত্রের শর্ত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসরণ পূর্বক বেতন ভাতাদি গ্রহণ না করা;
- বৈদেশিক ভ্রমনভাতা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ভাতাদি গ্রহণ না করা;
- মেডিক্যাল বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য মেডিক্যাল বিলের ১০% সমন্বয় ব্যতিরেকে মেডিক্যাল বিলের অর্থ পুণর্ভরণ করা;
- বদলীজনিত ভ্রমন অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিমান টিকেটের অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিশোধ করা;
- ভাড়াকৃত বাড়ির নিরাপত্তা জামানত বাবদ অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ আদায়/সমন্বয় না করা;
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যয় না করা;
- Financial Instructions for the Guidance of Bangladesh Missions Abroad, এ বর্ণিত সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রাসংগিক নির্বাহী আদেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বেতনভাতাদি পরিশোধ করা;
- শিক্ষাভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা;
- সরকারি নীতিমালা, আর্থিক বিধি এবং প্রাসংগিক নির্বাহী আদেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা;
- কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা;
- প্রকৃত ব্যয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;
- উদ্বৃত্ত অর্থ সমর্পণ এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থ ঘটনোত্তর মঞ্জুরী/ পুন: বরাদ্দ দ্বারা নিয়মিত করা;
- প্রাপ্যতা বহির্ভূত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ না করা ;
- যোগদানকালীন দৈনিকভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা;
- বৈদেশিক ভ্রমনভাতা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অগ্রিম ভ্রমণভাতা পরিশোধ করা;
- বিধি মোতাবেক প্রাপ্য নয় এরূপ ব্যয়ের অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে গ্রহণ না করা;
- মেডিক্যাল বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০% ব্যক্তিগতভাবে বহন করার বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করা;
- ভাড়া বাড়ি পরিত্যাগের সময় নিরাপত্তা জামানত আদায়/সমন্বয় নিশ্চিত করা;
- বদলীজনিত ভ্রমণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিমান টিকেটের অর্থ সরাসরি সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিশোধ না করা ।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যয় নিশ্চিত করা;

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ - ১

শিরোনাম ঃ

- **বদলী জনিত সুবিধা গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন না করায় ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ২১৬ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ব্রাসেলস দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ২/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ৫/৩/০৭ হতে ২০/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,এ দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশে বদলী আদেশ জারির পর বদলীজনিত আর্থিক সুবিধা যেমন যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, বিমান ভাড়া, ট্রানজিটভাতা, টার্মিনাল চার্জ এবং ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন ব্যয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দেশে প্রত্যাগমন করত: অফিসের কাজে যোগদান না করায় উপরিউক্ত (ইউরো ১৪০৯৪.৬৭) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১ দ্রষ্টব্য)।

- ১০,৩৭,২১৬ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬/৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৬/৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/১০/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং ডাক্তার তাঁকে ভ্রমণ না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে মর্মে জবাবে জানানো হয়েছে। তিনি সুস্থ হয়ে ভ্রমণ সম্পাদন করবেন বিধায় গৃহীত অগ্রিম ফেরত না দেয়ার কথা জানিয়েছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কর্তৃপক্ষের পূর্বাঅনুমোদন ব্যতীত যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত সময় অবস্থানের বিধিগত কোন সুযোগ নেই। দেশে প্রত্যাগমন না করায় এবং অফিসের কাজে যোগদান না করায় বিমান ভাড়া, যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিট ভাতা, টার্মিনাল চার্জ এবং মালামাল পরিবহন বাবদ কোন অর্থ প্রদেয় নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২

শিরোনাম ঃ

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ১৬১ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের আম্মান দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ১২/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৭/৯/০৬ হতে ১০/১০/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
  নিরীক্ষাকালে শিক্ষাভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাবেক মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালীন টিউশন ফি পরিশোধ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম হিসাবে শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করার ফলে উপরিউক্ত (মাঃডঃ ১৫৪০৮.৬৬) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

- শিক্ষাভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৮/৯/৮৩ তারিখের স্মারক নং বি-৮/২/৮৩ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম হিসাবে শিক্ষা ভাতা পরিশোধের কোন অবকাশ নেই।

- ৮,৯২,১৬১ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/১১/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রশিদ ব্যতীত এবং অগ্রিম শিক্ষা ভাতা পরিশোধের বিধিগত অবকাশ না থাকায় পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৩

শিরোনামঃ

- **নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার ফলে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০৩ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের লন্ডন দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব যথাক্রমে ১২/৩/০৭ হতে ২৮/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য ভাড়াকৃত বাসভবনের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাসভবনের মালিকের কাছ থেকে আদায়ে ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে উপরিউক্ত (পাউন্ড ৪৯৬৫) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য)।

- মিশন অডিট ম্যানুয়েল এর প্যারা ২৪৩ এবং এপেনডিক্স ১২ অনুযায়ী ভাড়াকৃত বাড়ির চুক্তির মেয়াদান্তে অথবা বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীকালে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাসার মালিকের কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

- ৫,৬৩,১০৩ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৪/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/৭/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাড়ী ভাড়ার চুক্তির মেয়াদান্তে অথবা সংশ্লিষ্ট বসবাসকারীর বদলীকালে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় অথবা বাড়ি ভাড়ার সাথে সমন্বয় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/৩/৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানতের অর্থ বাসভবনের মালিকের নিকট থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৪

শিরোনাম ঃ

- **কাউন্সেলর এর জন্য ভাড়াকৃত বাসস্থান থাকা সত্বেও অতিরিক্ত একটি বাসা ভাড়া করে খালি বাসার ভাড়া পরিশোধ করায় ৩লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৩৯ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের লন্ডন দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ০১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১২/৩/০৭ হতে ২৮/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কাউন্সেলর এর বসবাসের জন্য ভাড়া বাসা থাকা সত্বেও উক্ত বাসা খালি রেখে অতিরিক্ত অন্য একটি বাসা ভাড়া করে বসবাস করে খালি বাসার ভাড়া পরিশোধ করার ফলে উপরিউক্ত (পাঃষ্টাঃ ৩১২০) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।
- প্রাক্তন কাউন্সেলর জনাব শাব্বির আহমেদ ৬/৯/০৬ তারিখে বাসাটি দূতাবাসকে বুঝিয়ে দেন এবং জনাব মোল্লা ফরহাদুল ইসলাম ২৩/৯/০৬ তারিখে কাউন্সেলর পদে যোগদান করেন। প্রাক্তন কাউন্সেলর এর জন্য ভাড়াকৃত বাসাটি সম্পূর্ণ ফার্নিশড এবং খালি থাকা সত্বেও অন্য একটি বাসা ভাড়া করা এবং খালি বাসাসহ দু'টি বাসার ভাড়া পরিশোধ করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- ৩,৫৩,৮৩৯ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৬/৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/১০/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ভাড়াকৃত সরকারি বাসা থাকা সত্বেও ঐ বাসা খালি রেখে অতিরিক্ত ১টি বাসা ভাড়া করে ২টি বাসার ভাড়া পরিশোধ করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৫

শিরোনাম ঃ

- **অনিয়মিতভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে দূতাবাসের কর্মচারীদের ওভার টাইম পরিশোধ করায় ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬২ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের সিউল দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ৬/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৫/৯/০৬ হতে ৬/১০/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত সময়ে কনসুলার শাখার কাজ করার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে ওভার টাইম পরিশোধ করায় মাঃডঃ ৫৯৮৭.২৪ এর সমপরিমাণ ৩,৪৬,৬৬২ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৫ দ্রষ্টব্য)।
- ওভার টাইম পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ভাউচার তৈরী করা হয়নি এবং কর্মচারীদের দাখিল করা বিবরণীতে কোন স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মিশন প্রধানের অনুমোদনক্রমে উক্ত ওভার টাইম পরিশোধ করা হয়েছে।
- ৩,৪৬,৬৬২ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৪/১২/০৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সচিব বরাবর আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২/০৪/০৭ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/১০/০৭ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কনসুলার কাজে কিছু অনিয়ম উদঘাটিত হওয়ায় একসাথে কনসুলার সহকারীসহ অধিকাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলী করা হয়। নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কর্তৃক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেয়া এবং পাশাপাশি কনসুলার সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য রাত্রি পর্যন্ত থেকে কাজ করতে হয়েছে। এজন্য মিশন প্রধানের অনুমোদনক্রমে ওভার টাইম দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থ মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা, পঙ্গু, অসুস্থ এবং আটকেপড়া বাংলাদেশীদের কল্যাণে ব্যয় করার বিধান। উক্ত তহবিল হতে দূতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওভার টাইম দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ৪ জন কর্মচারীর নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমার প্রমানক এ অধিদপ্তরে প্রেরন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৬

শিরোনাম ঃ	• **অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিকভাতা পরিশোধ করায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৩৮ টাকা ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	• বাংলাদেশ সরকারের লন্ডন দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ০১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১২/৩/০৭ হতে ২৮/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কাউন্সেলর দূতাবাসে যোগদানের পূর্ব হতে বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও ৫০% হারে (৬+১২)দিনের পরিবর্তে পূর্ণ (১০০%) হারে (৬+১৫) দিনের যোগদানকালীন দৈনিকভাতা জনাব মোল্লা ফরহাদুল ইসসলাম কর্তৃক গ্রহণ করার ফলে উপরিউক্ত (পাঃষ্টাঃ ২৩৩৮.৬৬) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।
	• প্রাক্তন কাউন্সেলর এর বাসাটি সম্পূর্ণ ফার্নিশড এবং উক্ত বাসাটি খালী রেখে খালী বাসার ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে। পিএফএস রুলস ১৯৬২ এর রুল ৩৬(ii) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০/০৬/৮৯ তারিখের স্মারক নং এম.এফ/ই.এফ-৪(এটি)-জি(২৪)/৮৮-৮৯/৮৬ অনুযায়ী পূর্ব হতে বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকিলে ৫০% হারে (৬+১২) দিনের যোগদানকালীন দৈনিকভাতা প্রাপ্য।
	• ২,৬৫,২৩৮ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৬/৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে১/১০/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	• সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	• ভাড়াকৃত সরকারি বাসা থাকা সত্বেও ৫০% হারে ১২ দিনের পরিবর্তে পূর্ণ হারে ১৫ দিনের দৈনিকভাতা গ্রহণ করা বিধি সন্মত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	• অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৭

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাসার জন্য পত্রিকা ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৬৪ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক এর ৭/০৪ হতে ০১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৯/২/০৭ হতে ৬/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ প্রাপ্যতা না থাকা সত্বেও বাসার জন্য পত্রিকা ক্রয় করে দূতাবাস তহবিল হতে বিল পরিশোধ করার ফলে উপরিউক্ত (মাঃডঃ ৪৩৪৬.৫২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৭/৪/১৯৮৫ তারিখের আদেশ নং রুলস-৩/৬/৮০ এর Annexure- A এর 8(b)(v) অনুযায়ী দূতাবাস প্রধান ব্যতীত কোন কর্মকর্তা সরকারি খরচে বাসায় পত্রিকা প্রাপ্য নহেন।
- ২,৫১,৬৬৪ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৪/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/৭/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্তমানে সরকারি খরচে বাসায় পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে মর্মে অবহিত করত: আপত্তিটি নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রাপ্যতা না থাকায় ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৮

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্যতা বহির্ভূত ট্যাক্সি ভাড়া গ্রহণ করায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ১৭২ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের লন্ডন দূতাবাসের৭/০৪ হতে ০১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১২/৩/০৭ হতে ২৮/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত ২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক হেডকোয়ার্টারের বাইরে ভ্রমণকালে সর্বসাকুল্য দৈনিকভাতা/হোটেল ভাড়াভিত্তিক নগদভাতা গ্রহণ করে প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও ট্যাক্সিভাড়া গ্রহণ করার ফলে উপরিউক্ত (পাঃষ্টাঃ ২১৫৯.৪২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৫/১০/২০০১ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/বহিঃঅর্থ/বা-২/২(১৯)/২০০০-২০০১/৪৪(২৫০০) এর অনুচ্ছেদ নং ৬(খ) ও ৭(ক) অনুযায়ী বিদেশে কোন স্থানে অবস্থানকালীন আহার,বাসস্থান এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচাদি (যেমন-বকশিশ,ট্যাক্সিভাড়া,কুলি খরচ ইত্যাদি) সর্বসাকুল্য ভাতা/নগদভাতার অন্তর্ভুক্ত।
- ২,৩০,১৭২ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৬/৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/১০/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তী অগ্রগতি অবহিত করার জন্য মিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ গৃহীত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়েজন।

অনুচ্ছেদ - ৯

শিরোনাম ঃ

- **যোগদানকালীন দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা পরিশোধের ফলে ২ লক্ষ ২৭ হাজার ১০৪ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ইসলামাবাদ দূতাবাস এর ৭/০৪ হতে ১২/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৫/০১/০৭ হতে ২৬/০১/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উইং এ কর্মরত ২জন কর্মচারীকে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা পরিশোধ করার ফলে উপরিউক্ত (মাঃডঃ ৩৯২২.৩৫) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৬-৬-১৯৮৯ তারিখের স্মারক নং-বিবিধ-৪/১১/৮৯ অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাড়া প্রদেয় নয়।

- ২,২৭,১০৪ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১/০৩/০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/৭/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদ্বয়কে দৈনিকভাতা,এয়ার টিকেট এবং মালামাল পরিবহনের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। নিজ নিজ এফসি অফিস কর্তৃক চূড়ান্ত ভ্রমনভাতা বিল পরিশোধের মাধ্যমে দেনা-পাওনা সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যোগদানকালীন দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রদানের বিধিগত অবকাশ নেই বিধায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/৩/৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট ২(দুই) জন কর্মচারীর নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়েজন।

অনুচ্ছেদ -১০

শিরোনাম ঃ

- **চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের শর্তানুযায়ী বেতন গ্রহণ না করায় ২ লক্ষ ৯০৩ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের লন্ডন দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ০১/০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১২/৩/০৭ হতে ২৮/৩/০৭ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সাবেক মান্যবর রাষ্ট্রদূত দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালীন চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের শর্তানুযায়ী সমর্পিত এবং হ্রাসকৃত পেনশনের অংশ মূল বেতন হতে কর্তণ না করে পূর্ণ হারে বেতন গ্রহণ করার ফলে উপরিউক্ত (পাঃ ষ্টাঃ ১৮০৯.৯৩) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)।

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৩/২০০৬ তারিখের স্মারক নং সম(উনি-১)-প/৬১৬-১৬৮ এর মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্বে যে বেতন প্রাপ্য ছিলেন তা হতে সমর্পিত এবং হ্রাসকৃত পেনশনের অংশ বাদ দিয়ে মাসিক বেতন প্রাপ্য হবেন।

- ২,০০,৯০৩ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৬/৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/১০/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করা হয়েছে যা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -১১

শিরোনাম ঃ

- **চিকিৎসা বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করায় ৯১ হাজার ৭০৯ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের আম্মান দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ৬/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৭/৯/০৬ হতে ১০/১০/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সাবেক মান্যবর রাষ্ট্রদূতের দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর নিজের চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% ব্যক্তিগতভাবে বহন না করে চিকিৎসা ব্যয়ের সমুদয় অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে পুণর্ভরণ বাবদ গ্রহণ করার ফলে উপরিউক্ত (মাঃডঃ ১৫৮৩.৯২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬/৭/২০০৪ তারিখের অফিস স্মারক নং অম/অবি/বাশা-৬/১৮/পররাষ্ট্র/বিবিধ(২)/২০০৩/১৮৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তাঁদের চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% ব্যক্তিগতভাবে বহন করবেন।
- ৯১,৭০৯ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/১১/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র লেখা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। জবাব পাওয়ার পর অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ হতে বিধি মোতাবেক চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর

ঢাকা
তারিখঃ

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-২৬৪৩কম/এ-৭০০ বই-২০০৯।